দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 19 MAY 1996
পৃঃ - ৪ কলাম - ১

41

চেয়ারম্যান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সমীপে

এই তো কিছুদিন পূর্বে আপনাদের প্রকাশিত নবম শ্রেণীর নতুন পাঠ্য বই বাজারে বের হয়েছে এবং এই সুবাদে আমাদের হাতে পৌছেছে। বর্তমান নবম শ্রেণীর পাঠক্রমে পাটীগণিত বাদ দেয়া হয়েছে। আপনার লিখা ভূমিকাতে আপনি লিখেছেন ''প্রযোজ্য ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে গণিত ব্যবহার সহজ করার জন্য পাটীগণিতের পাঠ অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বীজ গণিতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে''.আপনার এই মন্তব্যের আলোকে আপনাকে প্রশ্ন রাখি আপনার প্রযোজ্য ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কি ব্যবহার করেন পাটীগণিত না বীজ গণিত? এদেশের সকল ছাত্র বড় হয়ে প্রকৌশলী কিংবা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হবে না। এদের মধ্যে বেশিরভাগই বাস্তব জীবনে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকবে। সেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পাটীগণিতের।

আপনারা এই পর্যায়ে ত্রিকোণমিতির আবির্ভাব করেছেন। আপনি হয়ত এ ব্যাপারে অবগত নন যে, সকল ছাত্রছাত্রী একইরূপ মেধাবী নয় যে সবাই আপনার প্রকাশিত মাধ্যমিক বীজ গণিত, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি'' বুঝতে পারবে স্বাভাবিক অবস্থায় একটি ছাত্র বিদ্যালয়ে বছরে যে সকল ক্লাস হয় সে সকল ক্লাস থেকে সে তার প্রয়োজনীয় সকল অংক বুঝতে পারে না। অধিকাংশ সময় তার অভিভাবক কিংবা আত্মীয়-স্বজন প্রমুখের কাছ থেকে ওগুলো বুঝে নেয়। কিন্তু বর্তমানে যে গণিত আপনি প্রকাশ করেছেন তা সবার জন্য বুঝা খুবই দুষ্কর, অথচ বাস্তবক্ষেত্রে ৯৫% ছাত্রছাত্রীর এইগুলোর প্রয়োজন নেই। উক্ত গণিতের আলোকে আমরা বলতে চাই বিজ্ঞান শাখায় যারা পড়ে তাদের জন্য উচ্চতর গণিত বাধ্যতামূলক করলেও আপনার বর্তমান গণিত প্রণয়নের উদ্দেশ্য সফল হত। আপনি অবশ্যই কিছু পাটীগণিতের সমস্যা, এই বইয়ে তুলে দিয়েছেন যেমন- প্রশ্নমালা 3·৪, 5·2 এই অংকগুলোর যে সমাধানের ধারা উদাহরণে দেখতে পাই তা বাস্তবতার সাথে কোন সামঞ্জস্য আছে বলে মনে হয় না (যদিও সমাধান সঠিক)। আপনি লিখেছেন ''শিক্ষার্থীর মধ্যে গণিত মনস্কতা অপরিহার্য'', কিন্তু বইয়ের ভাষাতে বুঝায় আপনি শিক্ষার্থীদের উপহাস করেছেন। আপনি একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ''এ ব্যাপারে যে কোন গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে এবং পরবর্তী মুদ্রণে সংযোজন করা হবে।'' আমরা সেই আশাতেই বসে আছি।

– সাদেকুর আরেফিন (পলাশ),
সুনামগঞ্জ।